সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৫৯

১/ পবিত্রতা অর্জন (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৬১. জাওরাবাইনের উপর মাসাহ্ করা

باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

আরবী

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، ـ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ ـ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

ـ صحيح

বাংলা

১৫৯। মুগীরাহ ইবনু শু’বাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর সময় জাওরাবাইন এবং উভয় জুতার উপর মাসাহ্ করেছেন।[1]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ . وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِيِّ .

حسن .

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি (মুনকার হওয়ায়) ’আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী এটি বর্ণনা করতেন না। কেননা মুগীরাহ (রাঃ) সূত্রে প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করেছেন। আবূ মূসা আশ’আরী (রাঃ) সূত্রেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় জাওরাবের উপর মাসাহ্ করেছেন। কিন্তু এর সানাদ মুত্তাসিল নয় এবং মজবুতও নয়।

হাসান।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

صحيح : عن أبي مسعود، والبراء، وأنس، وحسن : عن ابي أمامة

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অবশ্য 'আলী ইবনু আবী তালিব, ইবনু মাসউদ, আল-বারাআ ইবনু 'আযিব, আনাস ইবনু মালিক, আবূ উমামাহ, সাহল ইবনু সা'দ ও 'আমর ইবনু হুরাইস (রাঃ) প্রমূখ সাহাবীগণ তাঁদের উভয় জাওরাবের উপর মাসাহ্ করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রেও তা বর্ণিত আছে।

সহীহ : ইবনু মাস'উদ, বারাআ, আনাস, ও হাসান হতেঃ আবূ উমামাহ সূত্রে।

English

Narrated Al-Mughirah ibn Shu'bah:

The Messenger of Allah (ﷺ) performed ablution and wiped over the stockings and shoes.

Abu Dawud said: 'Abd al-Rahman b. Mahdi did not narrate this tradition because the familiar version from al-Mughirah says that the Prophet (ﷺ) wiped over the socks.

Abu Musa al-Ash'ari has also reported: The Prophet (ﷺ) wiped over stockings. But the chain of narrators of this tradition is neither continous nor strong.

'Ali b. Abi Talib, Ibn Mas'ud, al-Bara' b. 'Aziz, Anas b. Malik, Abu Umamah, Sahl b. Sa'd and 'Amr b. Huriath also wiped over the stockings.

ফুটনোট

[1] তিরমিযী (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জাওরাবের উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৯৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৫৯), আহমাদ (৪/২৫২), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৯৮) সকলেই সুফয়ান সূত্রে।

হাদিসের শিক্ষা

* এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১। আরবী ভাষায় সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণকে বা মোজাকে (জাওরাব) বলা হয়।

২। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্মত একটি বিধান। তাই এই ধরণের পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে বাসস্থানে বাস করার অবস্থায় এবং মুসাফির অবস্থায় গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে মাসাহ করা বৈধ। তবে এই ধরণের পায়ের আবরণ বা মোজা যেন পুরু হয়, ঘন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে উপর থেকে পায়ের চামড়া প্রকাশ না পায়, এবং পায়ের উপরে সঠিকভাবে স্থাপিত হয়, বেঁধে রাখার প্রয়োজন না হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, উল্লিখিত দুই প্রকারের পায়ের আবরণ বা মোজার মধ্যে খুব বেশি তফাত নেই। কেননা দুই প্রকারের পায়ের আবরণের মধ্যে মোজা বা খুফ এর অর্থ পাওয়া যায়। তাই সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করার শর্ত হলো এই যে, কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজা যেন পুরু হয়, ঘন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে উপর থেকে পায়ের চামড়া প্রকাশ না পায়, এবং পায়ের উপরে সঠিকভাবে স্থাপিত হয়, বেঁধে রাখার প্রয়োজন না হয়। তাই উক্ত পায়ের আবরণ বা মোজা যদি পাতলা হয় পায়ের চাম আবৃত না করে, তাহলে তার উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা এই অবস্থায় পা যেন অনাবৃতই রয়েছে, আর অনাবৃত পায়ের উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ বা মোজার উপরে মাসাহ করার অন্য একটি শর্ত হলো: পরিপূর্ণ পবিত্র অবস্থায় ওজু অথবা গোসল করার পর পায়ের আবরণ বা মোজার উপর মাসাহ করা। আর এটাই হলো অধিকাংশ ইমাম ও পণ্ডিতদের অভিমত। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন।

৩। সুতো বা কাপড় কিংবা কার্পাসের তৈরি পায়ের আবরণ (জাওরাব) বা মোজার উপরে মাসাহ করার সময় শুরু হবে ওজু ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রথম মাসাহ করা থেকে। সুতরাং বাসস্থানে বাস করা অবস্থায় প্রথম মাসাহ থেকে একদিন একরাত এবং মুসাফির অবস্থায় প্রথম মাসাহ থেকে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করা বৈধ।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী বর্ণনাকারীঃ মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57477

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন